দৈনিক ইত্তেফাক

7 JAN 2015
২০

দেশে বস্তিবাসীর সংখ্যা সাড়ে ২২ লাখ

পরিসংখ্যান ব্যুরোর শুমারি

■ আলাউদ্দিন চৌধুরী

দেশের শহরাঞ্চলে বস্তিতে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা বেড়ে সাড়ে ২২ লাখ হয়েছে। বস্তির সংখ্যা হয়েছে ১৩ হাজার ৯৩৮টি। ১৯৯৭ সালে দেশে বস্তিবাসীর সংখ্যা ছিল ৭ লাখ। সে হিসাবে গত দেড় দশকে বস্তিতে বসবাসকারীর সংখ্যা বেড়েছে সাড়ে ১৫ লাখ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ 'বস্তি শুমারি ও ভাসমান লোকগণনা ২০১৪'-এর প্রাথমিক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। চূড়ান্ত প্রতিবেদন শিগগিরই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হবে। এর আগে এ ধরনের শুমারি করা হয়েছিল ১৯৯৭ সালে। সেসময় সকল বৃহৎ শহর ও পৌরসভায় বস্তিতে খানার (পরিবার) সংখ্যা ছিল ৩ লাখ ৩৪ হাজার ৪৩১টি, সেটি এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫ লাখ ৯৮ হাজার ৪৯০টিতে।

শুমারি সংশ্লিষ্টরা জানান, বস্তিবাসীদের তথ্য উপাত্ত ভিত্তিক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নে এই শুমারি করা হয়েছে। এই শুমারিতে ডিজিটাল ম্যাপ ব্যবহার করা হয়েছে। বস্তিবাসীদের তথ্য আলাদাভাবে সংরক্ষণ ও তথ্যভাণ্ডার করা হবে।

বিবিএস সূত্র জানায়, সাধারণত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, নাগরিক অন্যান্য সুবিধা বঞ্চিত জরাজীর্ণ বাসস্থান, অনেকেই মিলে একই পানির উৎস ও টয়লেট ব্যবহার করে, কয়েকটি পরিবার মিলে একসাথে বসবাস করেন সেসকল ঘর-বাড়িকে বস্তির সংজ্ঞায় নিয়ে আসা হয়েছে।

গত বছর ২৪ এপ্রিল রাত ১২টা থেকে ২ মে মধ্যরাত পর্যন্ত দেশব্যাপী একসঙ্গে বস্তি শুমারি ও ভাসমান লোকগণনার কাজ করে বিবিএস। সেসময় বিভাগীয় শহর, জেলা সদর, পৌরসভাসহ অন্যান্য শহরাঞ্চলের বস্তিতে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। বস্তি ছাড়াও পার্ক, রেলস্টেশন এবং ফুটপাতে ভাসমান মানুষেরও তথ্য সংগ্রহ করা হয়। একই সঙ্গে বস্তিবাসীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, পেশাগত অবস্থা, ভূমিহীনতা, কোন্ বিভাগে বস্তির

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

দেশে বস্তিবাসীর সংখ্যা

২০ পৃষ্ঠার পর

সংখ্যা বেশি এবং কোন্ জেলা থেকে বস্তিতে আগতসহ বিভিন্ন বিষয়েও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

এর আগে বিবিএস ১৯৮৬ সালে প্রথমবারের মতো দেশে বস্তি শুমারি পরিচালনা করে। তবে সেই শুমারি চারটি বড় শহর ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৯৭ সালে একটি পূর্ণাঙ্গ বস্তি শুমারি করে বিবিএস। এবার করা হলো তৃতীয় বস্তি শুমারি। সর্বশেষ শুমারির প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, ঢাকা বিভাগে সবচেয়ে বেশি বস্তি গড়ে উঠেছে। এই বিভাগে ৬ হাজার ৪৮৯টি বস্তি রয়েছে। যা মোট বস্তির ৪৭ ভাগ। গাজীপুর, ঢাকা উত্তর, দক্ষিণ এবং নারায়ণগঞ্জ এই চারটি সিটি কর্পোরেশন নিয়ে ঢাকা বিভাগ গঠিত। এখানে প্রচুর শিল্পকারখানা থাকায় এটিকে কেন্দ্র করে অনেক বস্তি গড়ে উঠেছে। সেজন্য এই বিভাগে বস্তির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম। এই বিভাগে তিন হাজার ৩০৫টি বস্তি রয়েছে। তৃতীয় অবস্থানে খুলনা। এই বিভাগে রয়েছে এক হাজার ৬৮৪টি বস্তি। এছাড়া সিলেটে এক হাজার ৪১৩টি বস্তি রয়েছে। শুমারিতে আরো দেখা গেছে, ঢাকা বিভাগের বস্তিতে ১০ লাখ ৬৬ হাজার, চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন বস্তিতে ৬ লাখ ৩২ হাজার, খুলনা বিভাগে এক লাখ ৭১ হাজার বস্তিবাসী মানুষ রয়েছে। দেশে ১০ থেকে ২৪ খানা বিশিষ্ট বস্তির সংখ্যা বেশি। এ ধরনের খানা বিশিষ্ট বস্তি রয়েছে প্রায় ৬ হাজার। যা মোট বস্তির ৪২ ভাগ। ১০-এর কম খানা বিশিষ্ট বস্তির সংখ্যা তিন হাজার ৭৪২টি। ২৫-৪৯ খানা বিশিষ্ট বস্তি রয়েছে ২৩০৯টি। এছাড়া ৫০-৯৯ খানা বিশিষ্ট বস্তি আছে এক হাজার ৩৬৩টি। বস্তি খানার গড় আকার ৩ দশমিক ৭৩ জন। ১৯৯৭ সালের শুমারিতে বস্তি খানার গড় আকার ছিল ৪ দশমিক ১৭ জন।